তারিখ . . 01 . MAR. 2015 . . .
পৃষ্ঠা . . . কলাম . . .

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা

সত্য যে দৃশ্যপট অনেকখানিই বদলাইয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যালয় বলিতে যে জরাজীর্ণ ছবিখানি ফুটিয়া উঠিত—তাহা ইতিহাসের অন্তর্গত হইতে চলিয়াছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও এখন পাকা দালান উঠিয়াছে। তবে বেশিরভাগ ভবনের অবস্থাই যে খুব ভালো নহে—তাহা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন। গুরুতর নির্মাণত্রুটি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ আনুষঙ্গিক নানা কারণে বেশকিছু ভবন ইতোমধ্যে এমনিতেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঝুঁকিপূর্ণ সেইসব ভবনে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের খবরও প্রায়শ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বিষয়টি যে কতখানি উদ্বেগজনক তাহা ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না। পর পর সংঘটিত সাম্প্রতিক কয়েকটি ভূমিকম্প তাহাতে নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছে। জরাজীর্ণ ভবনগুলি ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা যেমন তীব্রতর হইয়াছে, তেমনি নূতন করিয়া ফাটল দেখা দিয়াছে বহু বিদ্যালয় ভবনে। এমনকি ফাটল দেখা দিয়াছে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজের হোস্টেলেও। ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ভবনসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি অংশই যে এখনও অচিহ্নিত রহিয়া গিয়াছে—তাহাও বলার অপেক্ষা রাখে না। উপায়ন্তর না থাকায় সেখানেই চরম ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চলিতেছে—যাহা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আমরা জানি যে রাতারাতি ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলি সারাইয়া তোলা কিংবা নূতন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা সম্ভব নহে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগত বিষয়াদির বাহিরেও রহিয়াছে আমলাতান্ত্রিক নানা জটিলতা। কিন্তু শত শত শিক্ষার্থীর জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে কোনো প্রকার অজুহাত কিংবা দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নাই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রথম কর্তব্য হইল, অনতিবিলম্বে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এবং নানা কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলি চিহ্নিত করা। ভূমিকম্পের বিপদ সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে এমন ভাবনার অবকাশ নাই বলিলেই চলে। অতএব, সম্ভাব্য সর্বপ্রকার দুর্যোগ-দুর্বিপাকের আশঙ্কাকে বিবেচনায় রাখিয়াই যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাবে খোলা মাঠে পরীক্ষা গ্রহণ ও পাঠদানের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কোনো সমাধান নহে। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলি সংস্কার অথবা নূতন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হইবে জরুরিভিত্তিতে। সংস্কারকার্য বা নির্মাণকাজ চলাকালে যাহাতে কোনোভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হয়—সেই জন্য যত শীঘ্র সম্ভব নিরাপদ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, এই ক্ষেত্রে সামান্য শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা কালক্ষেপণও মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মহলও বিষয়টি সম্যকভাবে অবগত আছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।